দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 JAN 199
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে কেন ?

আহমদ সেলিম রেজা

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক অস্থিরতার ছোঁয়া অবশেষে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকেও কলুষিত করতে চলেছে। সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য ভেঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা এখন আন্দোলনে নেমেছে। আন্দোলনের বিষয়বস্তু ভিসির অপসারণ। কারণ ভিসির অযোগ্যতা।

ভিসি অযোগ্য প্রমাণিত হল কিভাবে ?

১. ভিসি ছাত্রদের দাবী-দাওয়ার প্রতি কর্ণপাত করেন না।

২. তিনি নিজের খেয়াল খুশী মত প্রশাসন পরিচালনা করেন।

৩. বিভিন্ন বিষয়ে তার অনমনীয় দৃঢ় অবস্থান গ্রহনের ফলে সৃষ্ট জটিলতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট তৈরী হচ্ছে।

-উপরোক্ত অভিযোগগুলো উত্থাপন করে কতিপয় ছাত্র নেতা ভিসির অপসারণ অথবা পদত্যাগ দাবী করছে।

-ছাত্রদের দাবী-দাওয়া কি ?

* 'টিউশন ফি' ও 'ট্রান্সকিফট চার্জ' কমাতে হবে।

* প্রয়োজনীয় 'বাস' সরবরাহ দিতে হবে।

* পরীক্ষা পিছাতে হবে।

* সেশনজট দূর করতে হবে।

* রাত দশটার পর একাডেমিক এলাকায় চলাচলের স্বাধীনতা দিতে হবে ইত্যাদি।

এসব বিষয়ে আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে জানতে পেরেছি একজন প্রকৌশল ছাত্রের বার্ষিক টিউশন ফি- ৭০০ টাকা মাত্র তন্মধ্যে কসনমানি- ২০০ ছাত্রদেরকে আবার ফিরিয়ে দেয়া হয়। ছাত্ররা সে টাকা সাধারণত র‍্যাগডেতে খরচ করে থাকে। বলা বাহুল্য ঢাকার যে কোন বেসরকারী স্কুলের ৩য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর বার্ষিক টিউশন ফি কমপক্ষে ৬০০ টাকা। আবার সেশন ফি বাবদ অতিরিক্ত দিতে হয় কমপক্ষে ৩০০ টাকা।

ট্রান্সকিফট চার্জ বর্তমানে ১০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। পূর্বে ছিল ৩০ টাকা। অনুসন্ধানে জানা গেছে আভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির সরকারী নির্দেশের কারণে ছাত্র নেতৃবৃন্দকে অবিহিত করেই এই নতুন চার্জ ধার্য করা হয়েছে। ট্রান্সকিফট চার্জ বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা সহায়িকা বুক লেটের মূল্যমান বুঝায়।

ব্লাবের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করে জানা গেছে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে ইলেকট্রিক ব্লাব পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মিসইউজ হ্রাস করার জন্য ব্লাব সরবরাহের ক্ষেত্রে নতুন বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। সেখানে একজন ছাত্র সর্বমোট কয়টি ব্লাব পেতে পারে তার একটি সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তাই নিয়ে বেঁধেছে গোল। দাবী হল, যা প্রয়োজন তাই দিতে হবে।

পরীক্ষা পিছানোর দাবী উঠেছিল বেশ কিছু দিন আগে। এ নিয়ে পরিস্থিতি এতোটা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে, গত ১.৮.৯৩ইং তারিখে সে প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাঙচুর ও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছিল। তা নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় ডিসিপ্লিনারী কমিটি অভিযুক্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না- এই মর্মে একটি চিঠি তৈরী করেন বলে জানা যায়। ইতোমধ্যে অভিযুক্ত ছাত্রদের তালিকায় চূড়ান্তভাবে যাদের নাম রয়েছে তাদের সম্পর্কে ক্যাম্পাসে একটি গুজব রটে যায় যে তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হবে। ফলে অভিযুক্তরা আন্দোলনের এমন একটি রণনীতি তৈরী করে যাতে ডিসিপ্লিনারী কমিটির কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। জানা গেছে অভিযুক্তদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩টি প্রধান ছাত্র সংগঠন যথা : জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ (ম-ই) বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা রয়েছে। তন্মধ্যে একজন ছাত্রনেতা ৩য় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় ফেল করেছে।

একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানায় ডিসিপ্লিনারী কমিটি অভিযুক্ত ছাত্রদেরকে ২৬-১-৯৪ তারিখের মধ্যে কেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না- সে মর্মে লিখিত জবাব চেয়ে চিঠি প্রেরণ করেছে এবং অভিযুক্তরা সে চিঠি গ্রহণও করেছে। এ সম্পর্কে আরো জানা গেছে যে, অভিযুক্ত ছাত্রদের সম্পর্কে ডিসিপ্লিনারী কমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে ছাত্ররা যদি মনে করে যে তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে- সে ক্ষেত্রে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে ডিসিপ্লিনারী কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করতে পারবে। তবে ছাত্রদের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কতটুকু সহনশীল হবে কিংবা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে কতোটা নিভৃত থাকবে তা নির্ভর করছে অভিযুক্ত ছাত্রদের আচরণ ও ডিসিপ্লিনারী কমিটির কাছে প্রদত্ত তাদের জবাবী চিঠির সংবেদনশীলতার উপর। সে যাই হোক, তবে অনেকেই মনে করেন, ছাত্রদের বিষয়ে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, যেন ছাত্ররা সংশোধন হওয়ার সুযোগ পেতে পারে।

বাংলাদেশে সেশন জটের বিষয় সবাই সমগুরুত্বে উপলব্ধি করছে। সেশন জট প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন দুরারোগ্য ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। এতে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের শিক্ষাক্রমের বিষয়ে আস্থার সংকট উপস্থিত হয়েছে। বিদেশে উচ্চতর পড়াশোনা করতে গেলে ইদানিং শিক্ষাবর্ষ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। জানতে চাওয়া হচ্ছে সেশন ৮৫-৮৬-এর কিন্তু সার্টিফিকেট ৯১-এর কেন ? এমনকি এমনও খবর পাওয়া গেছে যে, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদনকারী ছাত্রের দাখিলকৃত সনদপত্র যথার্থ কি-না তা অনুসন্ধান করে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিভিন্ন বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিঠি লিখছে। এই চিঠি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি চূড়ান্ত অনাস্থারই বহিঃপ্রকাশ। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করতে হলে যে কোন মূল্যে সেশন জটের অভিশাপ মুক্ত শিক্ষাক্রম চালু করতে। প্রয়োজনে নতুন একাডেমিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড এমনকি ভারতে পর্যন্ত সেশন জট কি বস্তু তারা জানে না। আমাদের শিক্ষাক্রমে সে সব দেশের একাডেমিক শৃঙ্খলা প্রয়োগ করে কঠোরভাবে তা বাস্তবায়ন করা উচিত।

তাছাড়া যে কোন অজুহাতেই হোক না কেন পরীক্ষা পিছানোর দাবী তো কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সেশন জট দূর করার প্রথম শর্ত হল যে কোন মূল্যে শিক্ষাক্রম অব্যাহত রাখা। সেখানে দাবী-আদায়ের নামে ক্লাস বর্জনের কর্মসূচী কতটা সমর্থন যোগ্য ছাত্রনেতৃবৃন্দ ভেবে দেখেছেন কি ? তাছাড়া রাত দশটার পর হোস্টেল ছেড়ে একাডেমিক এলাকার নির্জন প্রান্তরে কোন সুস্থ স্বাভাবিক ছাত্রের পক্ষে তো ঘুরে বেড়ানোরও কোন যুক্তি থাকতে পারে বলে মনে হয় না। নাকি ছাত্রনেতৃবৃন্দ মনে করেন যে তারও প্রয়োজন আছে? সে ক্ষেত্রে আইডেনটিটি কার্ড সাথে নিয়ে যে কোন স্থানে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা তো একজন ছাত্রের সব সময়ই থাকে। এসব নিয়ে আন্দোলনের অবকাশ আছে কি ? তাও আবার ক্লাস বর্জনের মতো কর্মসূচী নেতৃবৃন্দ 'এলাও' করেন কি করে তাই তো অবাক করার মতো বিষয়। এসব ছাত্রের কি কোন ময় মরুব্বী নেই ? এসব ছাত্র সংগঠনের কি কোন জাতীয় নেতৃত্ব ও কমিটমেন্ট নেই?

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের একমাত্র দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী বিশ্ববিদ্যালয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও সুখ্যাতি ঈর্ষণীয় পর্যায়ে রয়েছে। শিক্ষারমান, একাডেমিক শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক দক্ষতা শিক্ষার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুকূল পরিবেশ, রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর দায়িত্বশীল নেতৃত্বের কারণে স্থিতিশীল ক্যাম্পাসের পরিবেশ, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে ও সর্বোৎকৃষ্ট মেধাবী ছাত্রদের সৎ গুণাবলীসমূহ- প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসকে দিয়েছিল ভিন্নতর স্বাতন্ত্র ও গৌরবময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি। বিশেষ করে ১৯৯১ সালের ২৪ এপ্রিলে ডঃ মোহাম্মদ শাহাজান ভিসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর সে গৌরবময় অস্তিত্বের শান শওকত যেন অমেই ঈর্ষণীয়ভাবে দ্রুত বিস্তৃত হয়ে পড়ছিল। পর পর দুটি সফল কনভোকেশন এবং ৫২ সপ্তাহে নির্ধারিত সেমিস্টার কোর্স সম্পন্ন করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এক ঐতিহাসিক রেকর্ড স্থাপন করার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এই প্রথম একটি বিশ্ববিদ্যালয় ১২ মাসের কোর্স বার মাসেই সম্পন্ন করার কৃতিত্ব দেখালো। অথচ এই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েও ইতিপূর্বে ১২ মাসের কোর্স ১৮ মাসের আগে সম্পন্ন হতো না। সে ক্ষেত্রে এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য কৃতিত্ব। সেই কৃতিত্বের পুরস্কার (?) হিসেবেই সম্ভবত আজ ভিসির পদত্যাগের দাবী উচ্চারিত হচ্ছে। কারণ বাংলাদেশকে যারা বশংবদ জাতিতে পরিণত করতে চায় তারা দেখতে চায়- এদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেন সঠিকভাবে 'গো-স্লো' নীতি মেনে চলা হয়। ফলে বাংলাদেশে 'গো-ফরোয়ার্ড' কর্মসূচী সফল হলে তো প্রতিবন্ধকতা আসবেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র বৃন্দকে বিষয়টি বুঝতে নিতান্তই অপরাগ?

আরো একটি বিষয় ভেবে দেখা প্রয়োজন হঠাৎ করে এই ছাত্র আন্দোলন- শুধুই কি কতিপয় ছাত্র নেতার কথিত বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য কর্তৃপক্ষের ওপর অনাহুত চাপ প্রয়োগের কৌশল ? নাকি এর পেছনে রয়েছে কোন অদৃশ্য মহলের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র ? প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি একজন পানি বিশেষজ্ঞ। তিনি পানির ন্যায্য হিস্যা চেয়েছেন। বিবিসিতে পানির হিস্যা চেয়ে কথা বলেছেন লন্ডনে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতা ও পানি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বাংলাদেশের ন্যায্য পানির হিস্যা দাবী করেছেন। এসব কারণেই কি হঠাৎ আন্দোলনের কর্মসূচী দিয়ে ছাত্রদের দ্বারা নাজেহাল অবস্থায় পদত্যাগের জন্য একটি পরিবেশ তৈরী করা হচ্ছে ? ভেবে দেখা দরকার। সংশ্লিষ্ট সবাইকে সবকিছু বিবেচনায় এনে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট অবস্থা নিরসনে এগিয়ে যাওয়া উচিত। ব্যক্তি নয় দেশের স্বার্থেই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লনারী কমিটি ও একাডেমিক কাউন্সিলের মর্যাদা সমুন্নত রেখে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। দল-মত নির্বিশেষে এ ক্ষেত্রে সবারই নাগরিক দায়িত্ব রয়েছে। অবিলম্বে সবকিছুর সুষ্ঠু নিষ্পত্তি না হলে বড় ধরনের বিপর্যয়ের জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ভিসির পদত্যাগের দাবীতে অচলাবস্থা

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন মাস ক্লাস হচ্ছে না

বুয়েট রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্বিক পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। গত সোমবার মধ্যরাতে ছাত্ররা বুয়েট কাউন্সিল ভবনের জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলেছে এবং ক্যাম্পাসে গাছের ঘের দেয়া খাঁচাগুলো পুড়িয়ে দিয়েছে। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছে, ভিসি পদত্যাগ না করা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে যাবে না এবং তাদের আন্দোলন চলতে থাকবে। গতকাল থেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারিরাও আংশিক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে।

প্রায় তিন মাস ধরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস হচ্ছে না। নভেম্বর ১৯৯১-৯২ সেসনের ক্লাস শুরু হওয়ার পর থেকেই ক্লাস বিরতি চলছে প্রথমে শিক্ষক সমিতি তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ধর্মঘটে যায়। শিক্ষক সমিতি ধর্মঘট প্রত্যাহার করার পর থেকে শুরু হয় ছাত্র ধর্মঘট।

বেশ কিছুদিন ধরে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (ম-ই), ছাত্রলীগ (বা-কা), ছাত্র ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সমন্বয়ে গড়া সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ভিসির স্বেচ্ছাচারিতা এবং অযোগ্যতার প্রতিবাদে তার পদত্যাগ দাবি করে আসছে। গত মঙ্গলবার রাত থেকে তাদের আন্দোলন জঙ্গি রূপ ধারণ করে। রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে বারটা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মিছিল চলে। এ সময় তারা কাউন্সিল ভবনের ক্ষতিসাধন করে এবং অসংখ্য পটকার বিস্ফোরণ ঘটায়। উর্ধতন একজন শিক্ষক ক্যাম্পাসে গুলি হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন।